উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী (তৃতীয় পর্যায়) চেয়ারম্যান প্রার্থীগণের তথ্য প্রকাশ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন পদ্ধতি

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১০ মার্চ, ২০১৪)

১.

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রথম পর্যায়ে ৯৭টি এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ের ১১৭ টি উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী তৃতীয় পর্যায়ে আগামী ১৫ মার্চ ৮৩টি উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। চতুর্থ পর্যায়ে ২৩ মার্চ ৯২টি এবং পঞ্চম পর্যায়ে ৩১ মার্চ ৭৪টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আর একদফা তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট উপজেলা সমূহের নির্বাচন মে ২০১৪ এর মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে।

দুই পর্বের নির্বাচনেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অনিয়ম ও কারচুপিও হলেও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে সংঘর্ষ, মৃত্যু, কেন্দ্র দখল ও ব্যালট পেপার ছিনতাইসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা বেশি ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নোয়াখালী জেলার একটি ভোটকেন্দ্রে ১ জন নিহত হয়েছে। এছাড়ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। ১১টির মত উপজেলায় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে নির্বাচন বর্জন করেছে *(বিবিস বাংলা*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪*)*। যদিও মৃতের সংখ্য বেড়ে ৩ জনে দাড়াঁয় বলে প্রত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এছাড়াও দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচনে সহিংসতা ও জালভোট দেওয়ার ঘটনা অনেক বেশি ঘটেছে বলে জানিয়েছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ। তাদের পর্যবেক্ষণ করা উপজেলার মধ্যে ১৯টি উপজেলার ভোটকেন্দ্রে ১৩১টি সহিংসতার ঘটনা এবং ১৮টি উপজেলায় ভোটারদেরকে ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটেছে (*যুগান্তর*, ২ মার্চ, ২০১৪)। এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। একই সঙ্গে বিরোধীদল সমর্থিত প্রার্থীর সমর্থকদের পুলিশী হয়রানি, হুমকি প্রদান বা এলাকা ছাড়া করারও অভিযোগও উঠেছে কোথাও কোথাও। নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। উপরন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক মাসের ছুটিতে গেছেন।

গনমাধ্যমের তথ্যমতে, প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে ভোটের আগেই অনেক প্রার্থী কমিশনে আবেদন করেছিলেন কিন্তু কমিশন সেসব আবেদন আমলে নেয়নি। এর আগে ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মাঠ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক খোঁজ নিতে নিজস্ব পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছিল। তখন নিজস্ব পর্যবেক্ষকদের তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ভোটগ্রহণ স্থগিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে কমিশন থেকে সরাসরি নির্দেশনা যেত। আগের কমিশন স্থানীয় নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করত নিজস্ব কর্মকর্তাদের। এবার ছয় ধাপে ভোট হওয়ায় কমিশনের জন্য নেই সুযোগ আরও বেশি ছিল। কিন্তু কমিশন তা না করে সরকারের ওপর ভরসা করেছে।

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ভোট জালিয়াতি রোধে সংবিধান ও আইন আমাদের নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু কমিশন তা প্রয়োগ করছে না। *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম* মামলার (ডিএলআর ৪৫, ১৯৯৩) রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেছেন, নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা যা করা করণীয়, তার সবই করতে পারবে, এমনকি আইন ও বধি-বিধানের সংযোজনও করতে পারবে। আফজাল হোসেন বনাম প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (ডিএলআর ৪৫, ১৯৯৩) মামলার রায়েও সুপ্রিম কোর্ট একই মত দিয়েছেন।

২.

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা আগামী ১৫ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠেয় তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য ঘোষিত তফসিলভূক্ত ৮৩টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ করছি। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সর্বমোট ১ হাজার ৫৪৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন; যার মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৬২৯ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৫৯৮ জন এবং নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩২১ জন (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, *কালের কণ্ঠ*)। চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে ৪৩৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪৩৭ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২৮২ জন অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ১ হাজার ১৫৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন (*২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইত্তেফাক*) । তবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গতকাল (৯ মার্চ, ২০১৪) পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে আমরা ৩৯৩ জনের তথ্য পেয়েছি, তবে এর মধ্যে ৩ জনের আয়কর বিবরণী আছে কিন্তু হলফনামা নাই। লক্ষীপুরের কমলনগর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নেই। রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর ও বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক থাকলেও কোন তথ্য নেই। আমরা স্থানীয়ভাবে দুর্গাপুর উপজেলার তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও একজন প্রার্থীর হলফনামার জায়গায় অন্য প্রার্থীর হলফনামা থাকা, হলফনামা অস্পষ্ট থাকা, শুধু প্রার্থীর নাম ও প্রতীক থাকলেও কোন তথ্য না থাকা ইত্যাদি কারণে ২৮ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলনে ৩৯৩ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রথম পর্যায়ের ৯৮টি উপজেলার চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আমরা তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা এবং সুজনের পক্ষ থেকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের কথা উল্লেখ করেছিলাম। তৃতীয় পর্যায়ের তথ্যসমূহও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি হলেও অনেক দেরীতে আমরা এসকল তথ্য সমূহ নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে

পেয়েছি। আমরা তথ্যসমূহ ২ মার্চ থেকে পেয়েছি যার ফলে আমাদের সুজনের চলমান কার্যক্রমসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অর্থাৎ সময়মত নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামা আকারে প্রদত্ত তথ্যসমূহ (শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অতীত এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা, নিজের এবং নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় এবং অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য) আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরছি। এতে ভোটাররা নির্দিষ্ট কোন প্রার্থী সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা না পেলেও প্রার্থীদের ধরন সম্পর্কে ধারণা পাবেন। ফলে প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার ব্যাপারে ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭৮ (১৯.৮৫%)	৫৩ (১৩.৪৯%)	৪৮ (১২.২১%)	১৩৭ (৩৪.৮৬%)	৭৩ (১৮.৫৮%)	৪ (১.০২%)	৩৯৩	

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই (২১০ জন বা ৫০.৪৪%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর।
- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ৩৩.৩৪% (১৩১ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের উল্ল্যেখযোগ্য অংশ উচ্চ শিক্ষিত হলেও, এসএসসি'র চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ৭৮ জন (১৯.৮৫%) প্রার্থী রয়েছেন। তার অর্থ্যাৎ ৭৮ জন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরুতে পারেন নি।

পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭৬ (১৯.৩৪%)	২০৬ (৫২.৪২%)	৩৯ (৯.৯২%)	২৩ (৫.৮৫%)	৫ (১.২৭%)	১৮ (৪.৫৮%)	২৬ (৬.৬২%)	৩৯৩	

- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৫২.৪২% বা ২০৬ জন) ব্যবসা। কৃষির সঙ্গে জড়িত ১৯.৩৪% (৭৬ জন)।
- ২৬ জন প্রার্থী (৬.৬২%) পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- তথ্যের বিশ্লেষণে জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১১৮ (৩০.০২%)	১১৬ (২৯.৫১%)	৫৩ (১৩.৪৮%)	১৬ (৪.০৭%)	২৭ (৬.৮৭%)	২ (০.৫০%)	৩৯৩	

- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৮ জনের (৩০.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১১৬ জনের (২৯.৫১%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৫৩ জন (১৩.৪৮%)।
- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ২৭৫ জনের (৬৯.৯৭%) বিরুদ্ধে মামলা নেই এবং অতীতে ২৭৭ জন (৭০.৪৮%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল না।
- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জনের (৪.০৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা মামলা রয়েছে, অতীতে ছিল ২৭ জনের (৬.৮৭%) বিরুদ্ধে এবং ২ জনের (০.৫০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে অর্থাৎ উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে বা ছিল।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১২১ (৩০.৭৯%)	১৫৭ (৩৯.৯৫%)	৮২ (২০.৮৭%)	৭ (১.৭৮%)	৮ (২.০৪%)	২ (০.৫১%)	১৬ (৪.০৭%)	৩৯৩	

- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ১২১ জন (৩০.৭৯%) প্রার্থী।
- বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ২ জন (০.৫১%) প্রার্থী।

- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রার্থীর (২৭৮ জন বা ৭০.৭৪%) বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ বা তার টাকার নীচে।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৫৯ (১৫.০১%)	১৫৪ (৩৯.১৮%)	৬৮ (১৭.৩০%)	৫৭ (১৪.৫০%)	৪৫ (১১.৪৫%)	৫ (১.২৭%)	৫ (১.২৭%)	৩৯৩	

- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫.০১% (৫৯ জন) এর সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- ৩৯৩ জনের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৫০ জন (১২.৭২%)। এর মধ্যে ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ৫ জন (১.২৭%) প্রার্থী।
- অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৫ (৩.৮১%)	১৮ (৪.৫৮%)	৬ (১.৫২%)	৮ (২.০৩%)	২ (০.৫০%)	৫ (১.২৭%)	৫৪ (১৩.৭৪%)	৩৯৩	

- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৪ জন (১৩.৭৪%) ঋণ গ্রহীতা।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৩৯ জনেরই (৮৬.২৫%) কোনো ঋণ নেই।
- কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৭ জন (১.৭৭%)। এর মধ্যে ৫ কোটির টাকার উপরে ঋণ রয়েছে ৫ জন (১.২৭%) প্রার্থীর।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট আয়কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৯৬ (২৪.৪২%)	৬ (১.৫২%)	২০ (৫.০৮%)	৬ (১.৫২%)	১৩ (৩.৩০%)	২ (০.৫০%)	৫ (১.২৭%)	১৪৮ (৩৭.৬৫%)	৩৯৩	

- ৩৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ৩৭.৬৫% (১৪৮ জন)।
- ৫০০০.০০ টাকার চেয়ে কম আয়কর প্রদান করেন ৯৬ জন (২৪.৪২%) প্রার্থী।
- লক্ষাধিক টাকার উপর আয়কর প্রদান করেন ২০ জন (৫.০৭%)। এর মধ্যে ৫ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৭ জন (১.৭৭%) এবং ১০ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৫ জন (১.২৭%)।

৩.

আমরা অতীতের মত গণমাধ্যমের সহযোগিতায় প্রার্থীদের তথ্যসমূহ জনগণ তথা ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি। কিন্তু প্রকাশিত তথ্যগুলোর মাধ্যমে প্রার্থীদের ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও উপজেলাভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই তথ্য তেমন কাজে আসবে না। তাই আবারও আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে উপজেলাভিত্তিকভাবে ভোটারদের জ্ঞাতার্থে লিফলেট আকারে তুলে ধরা হলে, ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। সীমিত সাধ্যের কারণে সুজন-এর পক্ষ থেকে এই কাজটি আমরা ব্যাপকভাবে করতে পারছি না। যে সকল উপজেলায় সকল প্রার্থীকে একমঞ্চে এনে জনগণের মুখোমুখি করা হচ্ছে, সেই সকল উপজেলায় শুধুমাত্র চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ আমরা ভোটারদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি। আমরা আশা করছি, নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের তথ্যসমূহ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে তথ্যসমূহ প্রচারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজনের বিধান নির্বাচনী আইনে সন্নিবেশিত করবে। একই সঙ্গে ব্যানার লাগানো, পোস্টার ছাপানো,

মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন থেকে প্রার্থীদের বিরত রাখার বিধান করা হলে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় অনেক কমানো সম্ভব হবে। ফলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত কম সম্পদের অধিকারী ভালো মানুষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

নির্বাচনী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় হওয়ার কথা। কিন্তু এ নির্বাচনও দলীয়ভাবে করার সুযোগ তৈরি করতে আইন সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। একইসাথে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামার জমা দেওয়া সংক্রান্ত বিধানেরও সমালাচনা করেন তিনি। তিনি হলফনামাকে 'রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননানামা' বলে উল্লেখ করেছেন। (*কালের কণ্ঠ*, ৪ মার্চ ২০১৪)। যদিও তিনি পরবর্তীতে সংসদে স্থানীয় নির্বাচন দলীয়ভাবে করার কোন পরিকল্পনা সরকারে নেই বলে উল্লেখ করেন (*প্রথম আলো*, ৫ মার্চ ২০১৪)।

কিন্তু সুজন মনে করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়াই হবে জনগণের জন্য কল্যাণকর। কেননা ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হয়ে আসছে। যার ফলে অনেক সৎ, যোগ্য ও ভালো মানুষ নির্বাচিত হয়ে আসছে। নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন হলে ভোটারদের 'চয়েস' বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধি বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় পর্যায়ে অনেক সমাজসেবী আছেন, যারা কোন দলের সাথে সরাসরি যুক্ত নন বা যুক্ত হতে চান না, যদিও এ ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যারা অত্যন্ত যোগ্য, সম্মানিত এবং স্থানীয় মানুষের আস্থাভাজন। দলীয়ভিত্তিতে নির্বাচন হলে এ সকল ব্যক্তিদের নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে, ফলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, যা নিঃসন্দেহে জনকল্যাণ ব্যাহত করে। আর একটি আশঙ্কা হলো– দলীয়ভাবে স্থানীয় নির্বাচন হলে রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষ তৃণমূলে সরাসরি ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ অন্যায় ও গর্হিত কাজই পরিচালিত হয় সরাসরি দলীয় ছত্রছায়ায় অথবা দলীয় সমর্থনে। বস্তুত দলের বিশেষত সরকারি দলের সমর্থন ছাড়া কেউ অপরাধ করে পার পায় না। এছাড়াও আমাদের দেশে অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক দলীয় অনুশাসনের প্রয়োগ অনুপস্থিত বললেই চলে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা কম এবং বড় দলগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পরিবারকেন্দ্রিক। দলগুলো যদি গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চা করতো তাহলে এ নির্বাচন দলীয়ভাবে হলে স্থানীয় সরকার কার্যকর হতো বলে আমরা মনে করি।

সুজনের পক্ষ থেকে বিষয়টি উল্লেখ করে বার বার রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা প্রার্থীদের সমর্থন প্রদান না করার জন্য আহ্বান জানানো হলেও, এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি একক প্রার্থী নির্ধারণের জন্য মনোনীত বা নির্ধারিত প্রার্থী ছাড়া অন্যান্যদেরকে প্রার্থীতা প্রত্যাহরের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। প্রথম দফা নির্বাচনের পর এই চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্রোহী প্রার্থী হলে বহিষ্কারও করা হচ্ছে। বিষয়টি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। রাজনৈতিক দলসমূহের এই আচরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

দলভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন বা সমর্থন প্রদান, চাপ সৃষ্টি করে কোন প্রার্থীকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করা বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দল থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিরবতা আমাদের বোধগম্য নয়। আশাকরি নির্বাচন কমিশন এব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তথ্যসূত্র: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

www.votebd.org ও www.shujan.org